**Part 1 Anshan start:**

**গদাই** : কই হে দুলাল কাগজের রিপোর্টার তো এখনো এলো না , নেতাদের বেলায় অনশন শুরু করার আগেই প্রেস, মিডিয়া সব এসে বসে থাকে

**শৈলেন**: আরে গদাই দা, আপনি নেতার চেয়ে কম কিসে? এরকম burning issue নিয়ে অনশন কেউ করেছে আগে? ..

**গদাই**: বলছো , তার মানে অনশন করলেই, আমিও নেতা হয়ে যাবো, ইলেকশন এ জিততে পারবো বলছো?

**দুলাল** - আলবৎ পারবেন, সেই মহাত্মা গান্ধী থেকে, আন্না হাজারে, অনশন করে করেই তো সবাই famous হয়েছে নাকি?

**শৈলেন**: যা বলেছিস, এই তো আমাদের পিসি, অনশন করে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলেন, আর গদাই দা আপনি, নেতা হতে পারবেন না, সামনের ইলেকশন এ জিতে আপনি সোজা খাদ্যমন্ত্রী।....

**গদাই** : কি যে বলো না তোমরা ... রোমাঞ্চে আমার আর সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

**দুলাল**: তাহলেই বলুন গদাই দা অনশন করার আইডিয়া টা আপনাকে কেমন দিলাম আমরা, ডাক্তার আপনাকে বললো, হাই ব্লাড প্রেসার কমানোর জন্য খাওয়া বন্ধ করতে, আর আপনাকে বুদ্ধি টা দিলাম, খাওয়া যখন বন্ধ করবেন ই একটা issue সামনে রেখে করুন, ব্লাড প্রেসারও কমবে আর আপনি নেতাও হয়ে যাবেন,

**গদাই** : সেই তো, তোমাদের উর্বর মস্তিষ্কের জবাব নেই.... তা আমাকে একটু বলে টলে দিও কখন কি করতে হবে? আর হ্যা অনশনের ইসু টা যেন কি ছিল?

**দুলাল**: আপনি ডোবাবেন গদাই দা, একটা সামান্য কথা মনে রাখতে পারছেন না, রেশনে খাদ্যের পরিমান বৃদ্ধির দাবি তে আপনার আমরণ অনশন

**গদাই** : আচ্ছা আচ্ছা মনে থাকবে, আসলে ব্যাপারটা কি যেন আমি তো খাই গিয়ে বাসমতি চাল, রেশনের ২ টাকা কিলো চালের খবর কি আমি রাখি? তা ভাই, জনসাধারণ রেশনে কি খায় বলতো?

**দুলাল**: ইস, কোনো খবর রাখেন না , কাঁকর মেশানো দুর্গন্ধ চাল আর ধুলো মেশানো গম এই হলো রেশনের খাদ্য

**গদাই** : বলো কি হে!!

**শৈলেন**: গদাই দা, আপনার অনশনের টাইম হয়ে আসছে রেডি হয়ে যান,

**গদাই** : কি করে রেডি হই , গাদা ফুলের মালা, আর নেতার টুপি কই? আর একটু খিদে খিদেও তো পাচ্ছে ..

**দুলাল**: মালা, টুপি সব আছে রেডি, কিরে শৈলেন কোথায় রাখলি জিনিস গুলো ?

(দুলাল, শৈলেন মালা টুপি পরিয়ে দেয় )

**গদাই** : এই আমাকে টুপি , মালা পরে কেমন দেখাচ্ছে,

**শৈলেন**: পুরো নেতা, দেখে মনে হচ্ছে জনসাধারণের জন্য আপনার হৃদয় টা কেঁপে কেঁপে উঠছে, রেশনভুক্ত মানুষের জন্য আপনার চোখের জল বাগমারী খালের জলের মতো বইছে

**গদাই** : কাঁদো কাঁদো হয়ে, এরকম বোলো না আমার ভীষণ লজ্জা পাচ্ছে, যদি অনশনের আগেই এমন হয় তো অনশনের পরে যে কি হবে.... জনগণ, রেশন, কাঁকর, ডাক্তার, ব্লাড প্রেসার, ইলেকশন সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, কেমন কেমন যেন উত্তেজনা অনুভব করছি

**শৈলেন**: গদাই দা, আর সময় নেই... আমি ঘড়ি দেখছি, স্টার্ট বললেই, আপনি চিৎ হয়ে শুয়ে পরে অনশন স্টার্ট করে দেবেন

**গদাই** : বলছিলাম কি যে কিছু একটা খেয়ে নিলে ভালো হতো না?

**দুলাল**: না না আর খাবার সময় নেই,

**শৈলেন**: এই তো কিছুক্ষন আগে ১৮ টা পান্তুয়া খেলেন,

**গদাই** : দুর , সে তো আধ ঘন্টা আগে, আমার ৫ মিনিট অন্তর অন্তর খাওয়ার অভ্যেস

**দুলাল**: সেসব অভ্যেস ছাড়ুন, আপনাকে কতদিন না খেয়ে থাকতে হবে জানেন?

**গদাই** : কত দিন?

**দুলাল**: ১৫ দিন, এক মাস, ২ মাস, এমনকি দাবি আদায় না হলে ৬ মাস অবধিও

**গদাই** : ওরে বাবা, নেতা হতে এতো কষ্ট, তা সে নয় করবো, কিন্তু এখন তো শুরু হয়নি অনশন, ৪টে রাজভোগ খেয়ে নি

**শৈলেন**: এখন রাজভোগ কোথায় পাবেন আপনি?

**গদাই** : এই তো মোড়ের মাথার অনাদি ময়রার দোকান থেকে দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এস দুলাল ভাই, তাড়াতাড়ি কারো,

**দুলাল**: দিন টাকা দিন তাড়াতাড়ি

(দুলাল টাকা নিয়ে রাজভোগ কিনতে যায় )

**শৈলেন**: গদাই দা, আর ঠিক দু মিনিট বাকি।... আপনি রেডি তো ?

**গদাই** : রেডি, একেবারে রেডি, দুলাল রাজভোগ টা নিয়ে আসলেই অনশন স্টার্ট করে দেব

**শৈলেন**: নো চান্স গদাই দা, দুলাল কিছুতেই ২ মিনিটে রাজভোগ নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না

**গদাই** : দূর বলেন ভাই তোমার ঘড়ি ফাস্ট , ও ঠিক এসে যাবে, ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দাও

**শৈলেন**: আর মাত্র ৩০ সেকেন্ড, countdown start .

**গদাই** : আরে এক দুমিনিট পরে অনশন শুরু করলে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে

**শৈলেন**: না গদাই দা, টাইম announce করা হয়ে গেছে, আর নেতাদের কথার তো একটা দাম থাকতে হবে তো...

ব্যাস সময় হয়ে গেছে, স্টার্ট

**গদাই** : তুমি একটি পাষণ্ড শৈলেন, (চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো)

(দুলাল ও ছুটে ছুটে রাজভোগ নিয়ে এসে পৌঁছয়ে)

**দুলাল**: যাহঃ অনশন শুরু হয়ে গেছে ... অনশন যখন শুরুই হয়ে গেছে তা আমরাই রাজভোগ গুলো খেয়ে নি, পয়সা দিয়ে কেনা খাবার নষ্ট করতে নেই... এই নে শৈলেন তুইও খা...

**শৈলেন**: (একটা মুখে পুরে) উফফ!! গরম গরম রাজভোগ, কি টেস্ট মাইরি

**গদাই** : অনাদি, রাজভোগ টা খাসা করে, পুরো স্পঞ্জের মতো, দেখো দুলাল আস্তে আস্তে খেও, একেবারে মুখে পুড়ে দিও না, গলায় আটকে যাবে চিবিয়ে চিবিয়ে অনেক্ষন ধরে খাও, রাজভোগ কে উপভোগ করে খেতে হয়, তোমরাই খাও… আমি শুধুই দেখি...উহঃ উহঃ

**Part 2 Newspaper Reporter:**

শৈলেন: গদাই দা, শুয়ে পড়ুন শিগগির, কাগজের রিপোর্টার আসছে, মন্টু ফোন করে খবর দিলো। আর শুনুন একটু কাতর কাতর ভাব করবেন,

গদাই : আবার শুতে হবে?

দুলাল: আহঃ যা বলছি করুন, আর যেমন যেমন শিখিয়েছি, সেরকম বলবেন

গদাই : (শুয়ে পরে), সে ভেবোনা আমার সব মনে আছে

(Reporter enters)

রিপোর্টার: গদাই পাটকেল কার নাম?

শৈলেন: এই তো এই তো, এইখানে শুয়ে আছেন।...

রিপোর্টার : আমি times yesterday কাগজ থেকে আসছি, ওনার সাথে কথা বলতে চাই

দুলাল: গদাই দা, আপনাকে একটু উঠে বসতে হবে (দুজনে মিলে ওঠায়ে)

রিপোর্টার: নমস্কার

গদাই : ন - ম - স্কা - র

রিপোর্টার: এখন কেমন লাগছে আপনার?

গদাই : কা --ত --র

রিপোর্টার: হ্যাঁ, কাতর তো হবেনই, অনশন করলে, শরীরের সব শক্তি চলে যায়. তা আপনি কখন অনশন শুরু করেছেন?

গদাই : পাঁ --চ--মি--নি--ট

রিপোর্টার: পাঁচ মিনিটে এমন কাহিল হয়ে পড়লেন যে গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না?

গদাই : হ্যাঁ ----

রিপোর্টার: আপনারা গদাই বাবুকে মাঝে মাঝে নুনজল মানে saline water দেবেন, তাহলে উনি এতো কাহিল হয়ে যাবেন না

দুলাল: না না উনি তো নির্জলা করছেন পুরো, জল ও খেতে চাইছেন না

শৈলেন: বলছি ম্যাডাম, কাল কাগজে একটু বড় বড় করে ছাপা হবে তো?

রিপোর্টের : সেজন্যই তো আমি এসেছিলাম, কিন্তু উনি যা কাহিল, কথাই বলতে পারছেন না.

দুলাল: গদাই দা, আপনাকে মনে একটু জোর আনতে হবে,

শৈলেন: গদাই দা, নেতা, ইলেকশন, মন্ত্রী.....

গদাই : এসে গেছে, এসে গেছে, মনে জোর এসে গেছে , বলুন রিপোর্টার ম্যাডাম কি জানতে চান? আমি বলছি

রিপোর্টার: আপনি hunger strike মানে অনশন কেন করছেন?

গদাই: ব্লাড প্রেসার:

দুলাল: কিসের ব্লাড প্রেসার, রেশনে খাদ্যের পরিমান -----

গদাই : ওহ হ্যাঁ হ্যাঁ --- মানে রেশনে খাদ্যের পরিমান বৃদ্ধির জন্য আমার আমরণ অনশন।.....

রিপোর্টার: তা সপ্তাহে কি পরিমান রেশন আপনার দাবী ?

(গদাই অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকায়ে, শৈলেন ইশারায় দু আঙ্গুল দেখায়ে)

গদাই : তা দু কুইন্টাল

রিপোর্টার: সপ্তাহে মাথাপিছু ২ কুইন্টাল, সে তো হাতির খাবার মশাই

শৈলেন: না না কুইন্টাল না কিলো কিলো।..উনি কিলো বলতে গিয়ে কুইন্টাল বলে ফেলছেন, আসলে অনশন করছেন তো, দুর্বল হয়ে গেছেন, মাথা কাজ করছে না....

রিপোর্টার: সেই সেই, আচ্ছা গদাই বাবু, দেশবাসী কে সেবা করার অনুপ্রেরণা আপনি কথা থেকে পেলেন?

গদাই : প্রেসার থেকে , ডাক্তার বলেছিলো ---

দুলাল: ডাক্তার আবার কি বলেছিলো!! মানে উনি বলছিলেন, রোগীর সেবা করা যেমন ডাক্তারের কর্তব্য, সেই ডাক্তার এর সেবা থেকেই উনি দেশবাসীর সেবা করার প্রেরণা পেয়েছেন? তাই না?

গদাই : হ্যাঁ হ্যাঁ ডাক্তরের সেবা থেকেই পেয়েছি ঠিক

রিপোর্টার: ধরুন গভর্নমেন্ট আপনার দাবি মানলো না, দিনের পর দিন অনশন করে আপনি মুমূর্ষু অবস্থা, জনগণ আপনাকে খাবার খেতে অনুরোধ করলো, তখন কি করবেন?

গদাই : খাবো

শৈলেন: কক্ষনো না, উনি মুখে বলবেন খাবো, কিন্তু আসলে খাবেন না, না খেয়েই উনি প্রাণ ত্যাগ করবেন দেশবাসীর জন্য? তাই না গদাই দা?

গদাই : হ্যাঁ , সামনে রসগোল্লা, রাজভোগ, কাঁচাগোল্লা , সন্দেশ থাকলেও আমি স্পর্শ অবধি করবো না

রিপোর্টার: ধরুন সরকার আপনার দাবি মেনে নিলো, তাহলে সবার আগে কি খেয়ে আপনি অনশন ভঙ্গ করবেন?

গদাই : পান্তুয়া

রিপোর্টার: পান্তুয়া? সবাই তো লিকুইড খেয়ে অনশন ভঙ্গ করে, আপনি পান্তুয়া খাবেন কেন?

গদাই : পান্তুয়াতেও তো লিকুইড থাকে, একটা কামড় দিলেই টস টস করে রস গড়িয়ে পরে

শৈলেন: খাওয়ার কথা বন্ধ করুন গদাই দা আপনি আরো দুর্বল হয়ে পড়বেন

গদাই : আমাকে বলতে দাও শৈলেন ভাই, খাওয়ার কথা না বললে যে আমি আরো দুর্বল হয়ে পড়বো। ...

রিপোর্টার:আপনাকে আর প্রশ্ন করে কষ্ট দেব না, এতক্ষন যা নোট করলাম, সব প্রেসে পাঠিয়ে দিচ্ছি , টপ প্রায়োরিটি নিউস। আমি আসি

Reporter exits …

দুলাল: ব্যাস ! গদাই দা এবার আপনাকে পায়ে কে? কাল খবরের কাগজের পাতায় পাতায় শুধু আপনার নাম

**Part 3 - Ambulance Worker**

গদাই : সে নয় খবরের কাগজে আমার নাম খবর বেরোলো, কিন্তু খিদে পাচ্ছে তো খুব?

দুলাল: এতো খিদে আপনার পায়ে কথা থেকে?

গদাই : তোমরা সেটা বুঝবে কি করে? নিজেরা তো রাজভোগ সাঁটিয়ে বসে আছো?

শৈলেন: দাঁড়ান দিচ্ছি নুন জল

(অ্যাম্বুলেন্স কর্মীর প্রবেশ)

অ্যাম্বুলেন্স কর্মী: এখানে কি কেউ অনশন করছেন?

দুলাল: হ্যাঁ, গদাই পাটকেল

অ্যাম্বুলেন্স কর্মী: মানুষের নাম যে পাটকেল হয়, এই ফার্স্ট শুনলাম!

শৈলেন: খেলার মাঠে, ইট পাটকেল সাপ্লাই করে উনি অনেক মাল কড়ি কামিয়েছেন, তাতে আপনার কি? আপনি কে মশাই? কোথা থেকে আসছেন?

অ্যাম্বুলেন্স কর্মী: আমি অ্যাম্বুলেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছি, অ্যাম্বুলেন্স এর গাড়ি নিয়ে এসেছি

দুলাল: অ্যাম্বুলেন্স কেন?

অ্যাম্বুলেন্স কর্মী: অর্ডার আছে, যে মাল টা অনশন করছে, মরলেই, ডেডবডি গাড়ি করে নিয়ে ইমার্জেন্সি তে ঢোকাতে হবে

শৈলেন: কিন্তু গদাই দা যদি মারা না যান?

অ্যাম্বুলেন্স কর্মী: উনি যদি না করেন, তাহলে ওনাকে নিজের দায়িত্বে বাঁচতে হবে.... অ্যাম্বুলেন্স ডিপার্টমেন্ট কিন্তু কোনো responsibility নেবে না.

দুলাল: উনি মরেন বাঁচেন, তাতে আপনাদের কি?

অ্যাম্বুলেন্স কর্মী: আমাদের কি মানে? কি হ্যাপা বলুন তো, টপকে গেলে তো হাসপাতাল হয়ে সোজা শ্মশানে পৌঁছে দেব, বেঁচে গেলেই, এই ডিপার্টমেন্ট সেই ডিপার্টমেন্ট চক্কর কাটতে হবে. হেবি ঝক্কি

দুলাল: উনি যে মারা যাবেনই সেটা আপনারা বুঝলেন কি করে?

অ্যাম্বুলেন্স কর্মী: এতে আবার বোঝা না বাজার কি আছে? সততা নিয়ে অনশন করলে মরবেই মরবে, আর যদি অনশনের নাম লুকিয়ে, বিরিয়ানি 'ডিমভাত' সাঁটান, তাহলে বছরের পর বছর অনশন করেও মরবেন না...

শৈলেন: গদাই দা শুনছেন তো......

গদাই : হ্যাঁ ভাই, তোমরা যা বন্দোব্যস্ত করেছো, আমার মৃত্যু অনিবার্য্য

অ্যাম্বুলেন্স কর্মী: তাহলে আমি বাইরে গাড়ি নিয়ে wait করবো?

শৈলেন: কেন আপনাদের কি আর কোনো কাজ নেই?

অ্যাম্বুলেন্স কর্মী: আর বলবেন না মশাই কাজ প্রচুর, এই তো গদাই বাবু ছাড়াও, দুটো পেশেন্ট আছে গাড়িতে, একটা এক্সিডেন্ট কেস, আর একটা কলেরা রুগী,

দুলাল: তা ওদের কে আগে হাসপাতাল নিয়ে যান, গাড়ির মধ্যেই মারা যাবে তো

অ্যাম্বুলেন্স কর্মী: আরে তাইতো চাই, কিন্তু ব্যাপারটা হলো আমাকে এক ট্রিপেই সব করতে হবে, মানে গাড়ির খুব crisis তো....

শৈলেন: মানে আপনাদের একটাই অ্যাম্বুলেন্স?

অ্যাম্বুলেন্স; না না ১০ টা আছে, তার মধ্যে ৮ টা আউট অফ অর্ডার।একটা গেছে, diamond harbour HOD র মেয়ের বিয়ের মাছের ডেলিভারি নিতে, আর একটা আমি নিয়ে বেড়িয়েছি পাবলিক সার্ভিস এর জন্য, একার ওপর পুরো চাপ, সকাল থেকে কিছু খাওয়া অবধি হয়ে ওঠেনি

গদাই : খুব অন্যায় করেছেন, খালি পেটে থাকা ভারী অন্যায় , খালি পেতে থাকলে গ্যাস হয়, যান শিগগির কিছু খেয়ে আসুন।

অ্যাম্বুলেন্স কর্মী: আপনার ফট করে কিছু হয়ে যাবে না তো?

গদাই : না না আপনি না ফেরা পর্যন্ত আমার কিছু হবে না

অ্যাম্বুলেন্স কর্মী: তাহলে আমি সামনের কোনো হোটেল থেকে চট করে একটু খেয়ে আসি

গদাই : বলছি যে আসবার সময় একটা চিকেন কাটলেট নিয়ে আসবেন তো

দুলাল: সেকি চিকেন কাটলেট কি হবে খাবেন নাকি?

গদাই :না না খাবো না, সুতো দিয়ে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখবো, গন্ধে খিদে মেটে , এই নাও টাকা অ্যাম্বুলেন্স ভাই কাটলেট নিয়ে এস মনে করে

দুলাল:গদাই দা আপনি একটু সংযমী হন,

গদাই : আর কত সংযমী হবো ভাই, আধ ঘন্টা হয়ে গেলো মুখে এক ফোঁটা জল অবধি যায়নি,

শৈলেন: এই নিন নুন জল খান, নিন নিন খেয়ে নিন, চুমুক দিন ….

গদাই: একটা গ্লাস অবধি জোগাড় করতে পারোনি… (গামলা ধরেই চুমুক দেয়)

গদাই : ওয়াক, ওরে বাবা রে, বাবা গো তুলে নাও আমাকে আমি আসছি তোমার কাছে

দুলাল: কি হলো গদাই দা, আরে অনশন করলে সবাই নুন জল ই তো খায় , খেয়ে নিন দেখবেন আর খিদে পাবে না

গদাই : নিজেরাই খেয়ে দেখনা হারামজাদা, ২ লিটার জলে ১০ কেজি নুন। আমার আর খিদে পাবে না, এখুনি ফেলো এটা, এখুনি ফেলো....

দুলাল: আচ্ছা আচ্ছা ফেলে দেব, চুপ করুন দেখুন কে একটা আসছে…

**Par 4 Doctor:**

ডাক্তার: আপনি ই অনশন করছেন?

গদাই : হ্যাঁ

ডাক্তার: ঠিক ধরেছি, আপনার চেহারার মধ্যে একটা গদাই লস্করি ভাব আছে

দুলাল: মুখ সামলে কথা বলবেন, ওনার নাম পাটকেল, গদাই পাটকেল

ডাক্তার: তা সে পাটকেল ই হোক বা রাস্কেল, মগজে কিস্সু নেই, তা নাহলে এই এঁদো গলি তে কেউ অনশন করে? বড় রাস্তার মোর প্যান্ডেল বেঁধে ট্রাফিক অচল করে দিয়ে অনশন করলে তবে না issue...

শৈলেন: আমাদের যেখানে খুশি সেখানে অনশন করবো, তাতে আপনার কি?

ডাক্তার: আমার কি মানে? ৫০ টাকা রিকশা ভাড়া নিয়েছে, কে দেবে টাকাটা?

দুলাল: আপনাকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিলো রিকশা ভাড়া করে এখানে আসার?

ডাক্তার: আসবো না মানে? কেউ অনশন করলেই আমার ডিউটি পরে, আমি health department থেকে আসছি, অনশন specialist.

শৈলেন: ডাক্তার বাবু, গদাইদার থেকে আপনার নিজের হেলথ চেক আপ আগে দরকার

ডাক্তার: হে হে আমার চেহারা দেখে বলছেন?

দুজনে একসাথে: আজ্ঞে হ্যাঁ

ডাক্তার: করিয়েছি তো, এই তো লাস্ট মাসেই, একটা TB স্পেসালিস্ট আমার বাঁ দিকের lungs টা কেটে বাদ দিয়ে একটা বাঁদরের laungs লাগিয়ে দিয়েছে।

দুলাল: সেকি আপনার কোনো অসুবিধে হয় না?

ডাক্তার: তা বিশেষ না, শুধু কলা দেখলেই লাফাতে শুরু করি....

গদাই : কোন কলা ? সিঙ্গাপুরি? না মর্তমান?

ডাক্তার: কোনো বাছ বিচার নেই, কলা হলেই হলো

গদাই : আমার আবার মর্তমান ছাড় চলে না, বেশ বড় বড় সাইজের হৃষ্টপুষ্ট মোটা মোটা মর্তমান কলা এক নিমেষে কৎকৎ করে ৮/১০ তা খেয়ে ফেলতে পারি ;

দুলাল: গদাইদা, আপনি কলার কথা রাখুন, ডাক্তার বাবু কে হেলথ চেক আপ করতে দিন

গদাই : কলার কথা উঠলো তাই বললাম, নাও ডাক্তার দেখো তো আমার ব্লাড প্রেসার তা কমলো কিনা? এক ঘন্টা তো কিছু খাই নি ...

ডাক্তার: ডিপার্টমেন্টে প্রেসার মাপার যন্ত্র একটাই ছিল, আউট অফ অর্ডার, কিন্তু চিন্তা করবেনা না, অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা আছে, এই ফুটবল এর পাম্প দিয়ে, হাওয়া দিয়ে, প্রেসার মেপে দেব ঠিক, হা করুন তো,

একি, হাওয়া দিচ্ছি অথচ, গাল ফুলছে না কেন? হাওয়া যাচ্ছে তো ঠিকঠাক পাম্পের থেকে?

গদাই : যাচ্ছে, যাচ্ছে আরো পাম্প করুন

ডাক্তার: আর পাম্প করে কি হবে, এতো হাওয়া সব কোথায় গেলো?

গদাই : পেটে , আর কিছু টা বায়ু হয়ে পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে

ডাক্তার: হাওয়া ও খেয়ে ফেললেন ? এইভাবে হাওয়া খেয়ে ফেললে, প্রেসার মাপা যাবে না?

গদাই : খালি পেটে মুখে যা যাবে, সব খেয়ে ফেলবো

দুলাল: আপনি, প্রেসার ছাড়ুন, জেনারেল হেলথ চেক আপ করুন

ডাক্তার: ঠিক আছে temperature টা দেখেনি তাহলে...

শৈলেন: এতো গরুর থার্মোমিটার

ডাক্তার: হ্যাঁ, ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট এর সাথে পাল্টাপাল্টি হয়ে গেছে, তাতে কোনো অসুবিধে নেই, temperature is temperature, গরু মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই…

বগলে হবে না, হাঁটুতে লাগাবো, আচ্ছা ততক্ষন একটু বুক টা দেখে নি, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিন তো, আমার স্টেথোস্কোপ এ আবার একটা ফুঁটো আছে, এদিক ওদিক দিয়ে হাওয়া ঢুকে যায়

দেখি pulse টা দেখি তো একটু, চর্বিতে সব ঢাকা পরে গেছে... pulse খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না....

গদাই : তাহলে কি হবে ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার: অসুবিধে কিছু নেই, পায়ের pulse দেখে নেবো।...

শৈলেন: কেমন বুঝছেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার: ভালো না, ভালো না... দুঃখ করবেন না, চিরদিন তো কেউ আর থাকে না, পায়ের pulse ও বন্ধ, প্রায় শেষ, দিন দিন আমার ফিস টা দিন, আমি কেটে পরি

দুলাল: আপনি সরকারি ডাক্তার ফিস চাইছেন কেন?

ডাক্তার: আমার জন্য নয়, আমার বৌ কে সামনের মাসে একটা গয়না গড়িয়ে দিতেই হবে, না হলে বাপের বাড়ি চলে যাবে বলেছে, বুঝতেই তো পারছেন

গদাই : বৌ কে খবরদার বাপের বাড়ি যেতে দেবেন না তাতে আপনার খাওয়ার সমস্যা হবে? এই যা চেহারা, খেতে না পেলে দুদিনেই পটল তুলবেন। এই নিন ফিস নিন

**Part 5, police, ambulance worker again**

<police slaute >

Police: Ami sorkarer nirdeshe apnar kache esechhi, apnar kachhe 3 bar ese ami onoshon vangar janyo request korbo. Eta first request – sunun apnake sorkar ki janachhe –

Chasbaser obostha valo noy, fosoler darun obhab, tar opor ration er 50% mal kalo bajare chalan korar pore, dhulo bali kankor misiye o, ration er bipul ghatti metano sombob noy, tai sorkar apnake onoshon bhangar onurodh korchhe, apni onoshon bhangle sorkar apnake ekti deshi modder dokaner license free te debe bole protushruti dichhe…

দুলাল: গদাই দা, আপনি গর্জে উঠুন, যতক্ষণ না দাবী পূরণ হচ্ছে আপনি কিছুতেই অনশন ভাঙবেন না, কোনো লোভের সামনে আপনি মাথা নত করবেন না

গদাই : হ্যাঁ আমি গর্জে উঠছি, তোমরা আমাকে দাঁড় করিয়ে দাও

আমি গর্জে উঠে বলছি, যতক্ষণ না দাবী পূরণ হচ্ছে, ততক্ষন অনশন চলছে চলবে, শুধু মদের লাইসেন্স কেন আমাকে এক চৌবাচ্চা রাবড়ির মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেও আমি অনশন ভঙ্গ করছি না

<poiice salutes again, Godai does the same, about turn, leaves>

শৈলেন:এইবার সরকার এর টনক নড়েছে, পুলিশ অফিসার যতবার ই আসুক, আপনি একই ভাবে উত্তর দিয়ে যাবেন, গদাই দা,

গদাই : সে আর তোমাদের বলতে হবে না, একবার আমি যখন গর্জে উঠেছি, এই গর্জন আর কিছুতেই থামবে না।

(অ্যাম্বুলেন্স কর্মী চিকেন কাটলেট নিয়ে প্রবেশ করে )

অ্যাম্বুলেন্স কর্মী: এই নিন আপনার চিকেন কাটলেট, একেবারে, সুতো দিয়ে বেঁধে এনেছি,

গদাই : দাও ভাই, আমার গলায় ঝুলিয়ে দাও

দুলাল: গলায় ঝোলালেই আপনার খেতে ইচ্ছে করবে, তার চেয়ে ওটা আমাকে দিন.

গদাই : খাবো না বলছি তো, সব বেপারে তোমরা এত আপত্তি করো নাতো, আহঃ কি সুন্দর গন্ধ , এতক্ষনে আমার প্রাণ টা ঠান্ডা হলো।

অ্যাম্বুলেন্স কর্মী: আমি কি তাহলে বাইরে এম্বুলেন্স নিয়ে অপেক্ষা করবো?

গদাই : না, আর অপেক্ষা করতে হবে না, আপনি যেতে পারেন।

অ্যাম্বুলেন্স কর্মী: ডিপার্টমেন্ট যদি বলে আপনার ডেডবডি আনলাম না কেন? কি উত্তর দেব?

গদাই : বলবেন, এই কাটলেট যতক্ষণ আমার গলায় ঝুলছে, ততক্ষন আমার মৃত্যু নেই.

(অ্যাম্বুলেন্স কর্মী চলে যায় )

শৈলেন: কাটলেট তা গদাই দার গলায় কি সুন্দর মেডেল এর মতো লাগছে, দেখি একটু যাহ , ভেঙে গেলো গদাই দা,

দুলাল: নন সেন্স একটা, শখ করে একটা জিনিস আনালো গদাই দা, ওটাকেও রাখতে দিলি না, এখন ওই আধ ভাঙা কাটলেট গলায় ঝুলিয়ে রাখার কোনো মানে হয়?

গদাই : সেই তো তাহলে দেখছো কি? খুলে মুখে পুড়ে দাও আর কি, হতছারা বাঁদর বেল্লিক কোথাকার,

দুলাল: পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস তো আর নষ্ট করা যায় না,

(দুজনে কাটলেট খেতে থাকে )

গদাই : ওই অ্যাম্বুলেন্স এর লোক তাকে ডাক আবার , আমার ডেডবডি টা নিয়ে যাক …

**Part 6: old lady:**

বৃদ্ধা: হ্যাঁ বাবা এখানে নাকি কেউ সিদ্ধিলাভ করার জন্য ধ্যানে বসেছেন?#

দুলাল: এখানে? আপনি ভুল শুনেছে মাসিমা, এখানে অনশন চলছে

বৃদ্ধা: ওই একই হলো, ঠাকুরের নাম হত্যে দিয়েছেন, কজনে এসব পারে, কে সেই মহাপুরুষ বাবা?

শৈলেন: দুলাল চেপে যা...

বৃদ্ধা: আমাকে দেখিয়ে দাও বাবা কোথায় তিনি?

শৈলেন: আপনি যাকে খুঁজছেন, যিনি সেই বোম ভোলানাথ, গ্যাঁট হয়ে বসে তপস্যা করছেন

বৃদ্ধা: আহা কি সুন্দর, নধরকান্তি চেহারা, বাবা যেন সাখ্যাৎ কপিল মুনি, একবার সাড়া দাও বাবা

গদাই : কার বাবা?

বৃদ্ধা: আমার বাবা, আমার ছেলের বাবা, জগতের বাবা, একটু কৃপা করো বাবা

গদাই: কি কৃপা?

বৃদ্ধা: একটু পদধূলি দিয়ে কৃতার্থ করো বাবা

গদাই : আমি বাটার জুতো পড়ি, ধুলো টুলো নেই,

বৃদ্ধা: আমাকে পরীক্ষা করছো বাবা, তোমার চরণ কামড়ে এখানেই পরে থাকবো

গদাই : কি বিপদ, কামড়ে দেবে বলছে তো?

বৃদ্ধা: তা না হলে বাবা আমার দুটো মনো বাসনা পূর্ণ করো বাবা।

গদাই : কি বাসনা?

বৃদ্ধা: আমার ছোটছেলে, BA পাস করে বসে আছে ৩ বছর, একটা অর্থ রোজগারের পথ বলে দাও বাবা

গদাই : ছেলে কে বল, লটারির টিকিট বেচতে, বিনা পরিশ্রমে প্রচুর অর্থ

বৃদ্ধা: আপনার অপার করুণা বাবা, তাই বলবো, আর একটা প্রার্থনা আছে বাবা, সেটা এই হতভাগিনীর ,

গদাই : কি প্রার্থনা?

বৃদ্ধা: নিচের পাটির সব দাঁত পরে যাচ্ছে বাবা, মাংস চিবোতে পারিনে, কিছু একটা করো বাবা,

গদাই : নিম দাতুন, ব্যবহার কর, পুরো ন্যাচারাল,

বৃদ্ধা: আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই, আপনার জন্য যে চাল কলা সন্দেশ বাতাসা এনেছিলাম, গ্রহণ করুন বাবা,

গদাই : চালটাল লাগবে না, সন্দেশ, কলা বাতাসা তাই হবে দাও মা,

দুলাল: একি একি দেবেন না, বাবার এখন খাওয়া চলবে না,

বৃদ্ধা: সেকি বাবা তো খাবেন বলছেন?

দুলাল: সে আমরা বাবা কে বুঝিয়ে বলছি, মহারাজ, সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত, আপনি অন্ন স্পর্শ করবেন না পন করেছেন

গদাই : প্রসাদী কলা বাতাসা সন্দেশে কোনো দোষ নেই বৎস

শৈলেন: প্রভু, আপনি এখন স্বর্গলকে বিচরণ করছেন, মর্তের কোনো কিছুই আপনার গ্রহণ যোগ্য নয় প্রভু

বৃদ্ধা: এ আমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না প্রভু।. আমি আপনার সিদ্ধিলাভ বিঘ্ন ঘটাতেও চাই না, তার চেয়ে আপনার দুই শিষ্যই এই নৈবেদ্য গ্রহণ করুক, আমি আসি বাবার জয় হোক…

**Part7: TV Reporter**

TV রিপোর্টার: নমস্কার, আমি খাই খাই সারাদিন চ্যানেল থেকে আসছি, গদাই বাবুর ইন্টারভিউ নেবো,

শৈলেন: আরে আরে আসুন, আসুন ম্যাডাম, এতো দেরি করলেন কেন, খবরের কাগজ তো অলরেডি কভার করে চলে গেলো,

TV রিপোর্টার : আমাদের প্রাইম টাইমের প্রোগ্রাম, হেভি TRP, গদাই বাবু মারাত্মক পাবলিসিটি পাবেন,

দুলাল:হ্যাঁ হ্যাঁ নিন নিন তাড়াতাড়ি করুন, তবে ম্যাডাম আপনার ক্যামেরাম্যান কোথায়?

TV রিপোর্টার : রাস্তায় আসতে আসতে পটি পেয়ে গেছে, সুলভে ঢুকেছে, আসছে এখুনি, ততক্ষন আপনারাই প্রক্সি দিন, এই নিন

শৈলেন: মোবাইল দিয়ে কি করে হবে?

TV রিপোর্টার: আজকাল সব হয়, ১০৮ মেগাপিক্সেল, নিন ধরুন এত সময় নেই আমার ..

TV রিপোর্টার: আচ্ছা গদাই বাবু, আগে আমি একটা introductory note দিয়ে দিচ্ছি, তারপর আপনি বলতে শুরু করবেন:

<গদাই মাথা নাড়ে >

TV রিপোর্টার:ক্ষুধা, ক্ষুধা, চিরন্তন ক্ষুধা!! যেদিকে তাকান দেখবেন খিদে, আকাশে খিদে, বাতাসে খিদে, জলে খিদে, এই ক্ষুধার কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ক্ষুধিত পাষাণ , আর এই ক্ষুধিত পাষাণ পরেই, সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছিলো, পাথরের যদি খিদে থাকে, জনসাধারণের খিদে থাকাও খুব স্বাভাবিক, তাই শুরু হয়েছিল রেশনিং , কিন্তু সেই রেশনেও আজ খাদ্যের আকাল , এমন সময় রেশনে খাদ্যের পরিমান বাড়াতে অনশনে বসেছেন বিশিষ্ট উদরসেবী গদাই পাটকেল,

গদাই বাবু অনশনের ব্যাপারে কি বলবেন ?

গদাই: খাদ্য জিনিসটা কি প্রথমে জানা দরকার।খাদ্য দুই প্রকার, Vegetable আর non-vegetable, আমার আবার non -veg টাই বেশি পছন্দ, এই ধরুন আমি যখন কচি পাঁঠার মাংস খাই, তখন আমার মনে হয় কচি কচি শিশুরা কতই না ক্ষুধার্ত

টিভি রিপোর্টার: এই কাট কাট , শিশুদের নিয়ে কোনো কিছু বলা যাবে না, child rights এ আটকে যাবে, অন্য কিছু বলুন -

গদাই : আচ্ছা আমি অন্য ভাবে বলছি,

টিভি রিপোর্টার: স্টার্ট

গদাই : আমি যখন ঘি চপচপে ফ্রাইড রাইস খাই তখন আমার মনে হয় জনসাধারণ কতই না ক্ষুধার্থ, বিরিয়ানি, চাঁপ, কাবাব থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত,আমি প্রতিজ্ঞা করছি যতদিন না জনগণের মুখে আমি সুস্বাদু খাবার তুলে দিতে পারছি, ততদিন ক্ষীরমোহন আর রসকদম্ব ছাড়া কোনো মিষ্টি মুখে নেবো না, আমার জনগণের কাছে আবেদন যতদিন না সরকার রেশন এ খাদ্যের পরিমান বৃদ্ধি করছে তারা যেন ব্রেকফাস্টে শুধু চিনেবাদাম খেয়ে বেঁচে থাকেন

টিভি রিপোর্টার: এই আবার কাট কাট, চাইনিজ কিছু বলা যাবে না, external affairs আপত্তি করবে,

শৈলেন: কিন্তু ম্যাডাম চিনেবাদাম তো আমাদের দেশেই হয়

টিভি রিপোর্টার: চিনে ওয়ার্ড টা তেই আপত্তি, লোকাল নাম বলতে হবে, স্টার্ট

গদাই : হুম !! সরকার যতদিন না রেশনের পরিমান বৃদ্ধি করছে, ততদিন জনগণ যেন corn flakes আর বড়া পাও খেয়ে জীবন ধারণ করেন,

টিভি রিপোর্টার: ব্যাস ব্যাস অনেক টা হয়ে গেছে, এতেই হবে,

টিভি রিপোর্টার: গদাই পাটকেলের সাথে কথা বলে বোঝা যায় মানুষটা কতটা সংগ্রামী,তাকে দেখতে কুমড়োর মতো মোটা হলেও ভেতরে ভেতরে কিন্তু উনি তীরের মতো ছুঁচোল, অন্নহীন মানুষের জন্য তিনি যেমন দয়ার সাগর, বস্ত্রহীন মানুষের জন্য তেমনি নাগা সন্ন্যাসী , তাঁর আন্দোলন জয়যুক্ত হোক,`

মিষ্টি দে'র রিপোর্ট খাই খাই সারাদিন টিভি

কাট কাট , এখুনি যেতে হবে, হরিদেব বসেখানের ইন্টারভিউ নিতে?

দুলাল: হরিদেব বসেখান ? তিনি আবার কে?

টিভি রিপোর্টার:একবারে সাড়ে তিনশো তা ফুচকা খেয়ে গিনিস বুকে নাম তুলছে, সরকার ওনাকে ফুচকাশ্রী উপাধি অবধি দিয়ে দিয়েছেন,

গদাই : মাত্র সাড়ে তিনশো, আমি বলে বলে পাঁচশো টা খাবো, ডাকো একটা ফুচকাওয়ালা কে শুধু

টিভি রিপোর্টার: প্লিজ আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন, ভীষণ লেট্ হয়ে গেলো,

শৈলেন: নিশ্চই নিশ্চই, গদাই দা, আপনি বসুন, আমরা ওনাকে একটু ছেড়ে দিয়ে আসি ...

**Part 8: Police and Chopwala**

পুলিশ: আমি সেকেন্ড টাইম সরকারের, পক্ষ থেকে আপনাকে ---

গদাই : থামুন থামুন, সকারের নিকুচি করেছে, এদিকে আসুন, গোপনীয় কথা আছে , আমি সুযোগ পেলেই অনশন ভেঙে দেব, পাড়ার ছেলেরা আমাকে জোর করে অনশন করেছে, আমি যদি জানতাম অনশনে এতো কষ্ট, তাহলে কি গাধার বাচ্চার মতো অনশনে বসতাম বলুন?

পুলিশ: আপনি তো জনগণের স্বার্থে অনশন করছেন

গদাই: রাখুন মশাই জনগণ, ওই বেটারা আমাকে না খেতে দিয়ে, নিজেরা সব খেয়ে যাচ্ছে, আপনাকে সাহায্য করতেই হবে?

পুলিশ: কি সাহায্য?

গদাই: এরা আমাকে এমনি তে অনশন ভাঙতে দেবে না, তার চেয়ে আপনি এদের লাঠি পেটা করে সরিয়ে দিন, সেই সুযোগে আমি অনশন ভঙ্গ করে দেব

পুলিশ: এভাবে সরকারের পারমিশন ছাড়া পুলিশ লাঠি চার্জ করতে পারে না,

গদাই : দূর মশাই, সরকারের দোহাই দেবেন না, নিন আপনাকে কিছু টাকা ঘুষ দিচ্ছি....

পুলিশ: পুলিশ ডিপার্টমেন্ট খুবই সৎ, আমরা ঘুষ নিই না।

গদাই : কেও দেখছে না চুপ করে টাকা গুলো পকেটে পুরুন

পুলিশ: এরকম করে জোর করবেন না, টাকার বেপারে পুলিশ কিন্তু খুব দুর্বল

গোড়ায়: দূর মশাই সময় নষ্ট করবেন না, ওরা এসে গেলে সব পন্ড হয়ে যাবে

পুলিশ: পুলিশ এর ঘুষ নেওয়া বারণ, তবে টাকা নিতে দশ নেই,

গদাই : তবে ঘুষ না ভেবে টাকা ভেবেই নিন।

পুলিশ: পুলিশ টাকা দেবার কয়েক টা নিয়ম আছে ,

গদাই : কি নিয়ম তাড়াতড়ি বলুন

পুলিশ: আপনাকে বলতে হবে, এই টাকা গুলো আপনার ছেলেমেয়েদের মিষ্টি খেতে দিলাম। আমি একবার আপত্তি করবো, তারপর আপনি আমার হাতে গুঁজে দেবেন, আর আমি গদ্গদ হয়ে নিয়ে নেবো।

গদাই : বেশ বেশ, তাই বলছি, আপনার ছেলে মেয়েদের মিষ্টি খেতে এই টাকা গুলো দিলুম,

পুলিশ: কি দরকার, ওরা তো মিষ্টি খায়।

গদাই : আপনি না নিলে আমি দুঃখ পাবো,

পুলিশ: আপনি যখন আপনার ভাইপো ভাইঝি দের ভালোবেসে দিচ্ছেন, আর কি করে না করি... দিন...

গদাই : আপনাকে যেমনটি বললাম তেমনটি করবেন কিন্তু

**<পুলিশ চলে যায়**>

শৈলেন: পুলিশ এর কাছে কোনো রকম দুর্বলতা প্রকাশ করেন নি তো

গদাই : না না ! গদাই পাটকেল, বজ্র কঠিন, মন্ত্রিত্বের লোভে দেখালো, বললো অনশন প্রত্যাহার করলে খাদ্য মন্ত্রী করে দেবে

দুলাল: আপনি কি বললেন?

গদাই : আমি নির্ভিক ভাবে তিন বার বললাম, এই অনশন চলছে চলবে

শৈলেন: এই তো আপনি পুরো নেতা হয়ে গেছেন

<চপ ওয়ালা ফেরি করতে করতে ঢোকে, এই চপ, চপ বলবে, গরম গরম চপ, আলু বলবে, ধোঁকা বলবে, ফুলুরি বলবে >

গদাই: এই চপওয়ালা , এইখানে এইখানে, ইধার আও

চপওয়ালা: চপ দেব নাকি বাবু? একেবারে গরম

গদাই : এই এই চপওয়ালা, তুমি তো ভারী পাজি

চপওয়ালা: কেন বাবু আমি কি করলাম?

গদাই : দেখছো না এটা অনশন এরিয়া, এখানে চপ বেচলে, আমার তো খেতে ইচ্ছে করবে?

চপওয়ালা: খেতে ইচ্ছে করলে খান বাবু, দেব নাকি, পুরো গরম গরম

গদাই : লোভ দেখিওনা , চপওয়ালা আমি খাদ্যমন্ত্রীর পোস্ট ছেড়ে দিয়েছি, তুমি কি ভেবেছো, এই চপের লোভে আমি আন্দোলন থেকে সরে যাবো

চপওয়ালা: কি যে বলছেন বাবু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না?

গদাই : তা বুঝবে কেন? এক জন লোক না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে আর তুমি তার নাকের ডগায় এসে চপ বিক্রি করছো, কি নিষ্ঠুর তুমি, তোমার কি কোনো দয়ামায়া নেই, আমি কার জন্য করছি এই অনশন?

চপওয়ালা: এতো ভালো বিপদ হলো, আপনি তো ডাকলেন আমাকে

গদাই : কেন ডেকেছি জানো? চপ আমি বড়ই ভালোবাসি, একবার শেষ বারের মতো দেখেনি , একটু দেখতে দাও গো আমায়, আলু, বেগুনি, ফুলুরি, ধোঁকা , .... বিদায় সকলে, তোরা দুঃখ করিস নি রে

চপওয়ালা: এই যে দেখুন

গদাই : দাও দাও আমার হাতে ৪ পিস্ তুলে দাও, ওদের একটু শান্তনা দিই

চপওয়ালা: একটু কাসুন্দি দেব বাবু?

দুলাল: এই চপওয়ালা খবরদার দেবে না, গদাই দা, এই যে বললেন আপনি যত খিদে পাক, আন্দোলন থেকে সরছেন না...

গদাই : বলেছিলাম বুঝি মনে নেই তো

**<পুলিশ তৃতীয় বার প্রবেশ করে>**

পুলিশ: আমি গদাই পাটকেল কে তৃতীয় বার অনুরোধ করছি, অনশন ভাঙার জন্য, নইলে কিন্তু আইন আইনের পথে চলবে....

শৈলেন: ভয় পাবে না গদাই দা গর্জে উঠুন

গদাই : আমি সরকারের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলাম, অনশন চলছে চলবে,

চলছে চলবে

চপওয়ালা: বাবু আমি কি করবো?

গদাই : চপওয়ালা নিপাত যাক, অনশণকারী বেঁচে থাকে,

বেঁচে থাকে বেঁচে থাকে,

পুলিশ: লাঠি -- চার্জ

চপওয়ালা চপের ঝুড়ি ফেলে পালায়

শৈলেন: গদাই দা পুলিশ এর কাপুরুষোচিত আক্রমণে ভয় পাবেন না,

দুলাল: পুলিশ এর নিলজ্জ আক্রমণ প্রতিরোধ করুন,

গদাই : আমি প্রতিরোধ, করছি, তোমরা নিজেদের প্রতিরক্ষা করো

গদাই : দমন নীতি বন্ধ কারো, পুলিশ রাজ্ খতম কারো,

বন্ধ কারো বন্ধ কারো

<পুলিশ শৈলেন, দুলাল কে তারা করে>

গদাই : (খেতে খেতে ) অনশন চলছে চলবে.....

<পুলিশ এসে salute করে>

----------